ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন সোনাক্ষী, পাত্র নিয়ে রহস্য!

পৃঃ ৫

'আরেকটু ঝুঁকি নেওয়া দরকার', কোহলির টি-২০ দীক্ষা

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৩১ ● কলকাতা ● ০১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● বুধবার ● ১৫ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন

মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। ঘটনাচক্রে বহরমপুরে ভোট মিটে যাওয়ার পর দিনই শীর্ষ আদালতে মিলল জামিন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, নিয়োগ দুর্নীতিতে 'মিডিলম্যান' প্রসন্ন রায়কে সহযোগিতা করতেন তিনি। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই জামিন পেয়ে গিয়েছেন প্রসন্ন।১৩ মাস পর জামিন পেলেন তৃণমূল বিধায়ক। বর্তমানে তিনি প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি। জেল সূত্রে খবর এই জামিনে খবর পেতই তিনি কেঁদে ফেলেন। ২৫ নম্বর সেলে বন্দি রয়েছেন জীবনকৃষ্ণ। সূত্রের খবর সেখানেই কেঁদে ফেলেন।শীর্ষ আদালতে বিষয়টি তোলেন জীবনকৃষ্ণের আইনজীবীরা। সেই যুক্তিতেই জামিন তৃণমূল বিধায়ক জামিন পেয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিন জীবনকৃষ্ণের হয়ে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী মুকুল রোহতগি, রউফ রহিম এবং অনির্বাণ গুহঠাকরতা। মামলাটির শুনানি হয় বিচারপতি এএস বোপান্ন এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এজলাসে। আদালতে জীবনকৃষ্ণের আইনজীবীরা বলেন, মামলায় চার্জশিটে থাকা ২৩ জনের মধ্যে ৯জনকে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে আবার তিনজন জামিন পেয়ে যান। তার মধ্যে রয়েছেন অন্য অভিযুক্ত কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রসন্ন রায়। আইনজীবীরা এই বিষয়টি আদালতে তুলে ধরেন।যদিও এই জামিনে বিরোধিতা করে সিবিআই। তারা আদালতে জানায়, বিধায়ক পুকুরে ফোন

এরপর ৩ পাতায়

তৃণমূল কতটা হিন্দু বিরোধী

তা জনগণকে বোঝাতে চাইলেন অমিত সাহা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃণমূল কতটা হিন্দুবিরোধী তা বোঝাতে গিয়ে হাওড়ার আমতায় উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অরুণউদয় পাল চৌধুরীর সমর্থনে জনসভা থেকে বড় দাবি করে বসলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।শুধু অনুদান বা ছুটি নয়, বর্তমানে কলকাতার পাশাপাশি জেলাস্তরেও সরকারি উদ্যোগে শুরু হয়েছে দুর্গা পুজো কার্নিভাল। এমনকী ২০২১ সালে এ জন্য ইউনেস্কো থেকে স্বীকৃতিও পেয়েছে বাংলার দুর্গাপুজো।

স্বভাবতই, ভোটের মাঝে শাহের মতো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বর কাছ থেকে এমন ফুলটস বল পেয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন তৃণমূল নেতারা। শাহকে আক্রমণ করে তাচ্ছিল্যের সুরে কুণাল ঘোষ বলেন, "সন্দেশখালির স্টিং ভিডিওয় আসল সত্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর বাংলার বিজেপি নেতারা কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। এমন অবস্থায় উনি যদি পড়াশোনা না করে এসে হাস্যকর কথা বলে যান, তাতে তো বিজেপির বিড়ম্বনা আরও বাড়বেই!"অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা কেন যাননি সেই প্রসঙ্গ টেনে আনার পাশাপাশি অমিত শাহের দাবি, "বাংলায় ইমামদের ভাতা দেওয়া হলেও মন্দিরের পুরোহিতদের ভাতা দেয় না মমতা দিদির সরকার।" এরপরই অমিত বলে বসেন, "দুর্গাপুজোয় মমতাদিদি ছুটি দেয় না, রমজানে ছুটি দেয়!"খানিক থেমে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে শাহ বলেন, "কী ভাই, বোনেরা আমি ঠিক বলছি তো!" শাহের মুখে এমন কথা শুনে মঞ্চে উপস্থিত প্রার্থী-সহ বিজেপির জেলা ও রাজ্য নেতারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করেন। ততক্ষণে উপস্থিত জনতা শাহের কথাকে সমর্থন জানিয়ে হ্যাঁ বলে ফেলেছেন। শাহও বলতে শুরু করেছেন, " এটাই তৃণমূলের সরকার। এরা রোহিঙ্গা আর বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে চায়। কারণ, ওরাই তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্ক। তাই মমতাদিদি সিএএ-র বিরোধিতা করছেন।"ঘটনা হল, ২০১১ সালে বাংলার তখতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বসার পর থেকেই রাজ্যে সরকারি ছুটির সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত, দুর্গাপুজোয়। গত বছর ২০ অক্টোবর ছিল দুর্গাপুজোর ষষ্ঠী। তার দু'দিন আগে থেকে অর্থাৎ ১৮ অক্টোবর চতুর্থী

এরপর ৩ পাতায়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভোটে

প্রার্থী হওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া উচিত, এমন দাবি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিল এক মহিলা, সেই মামলা খারিজ হল

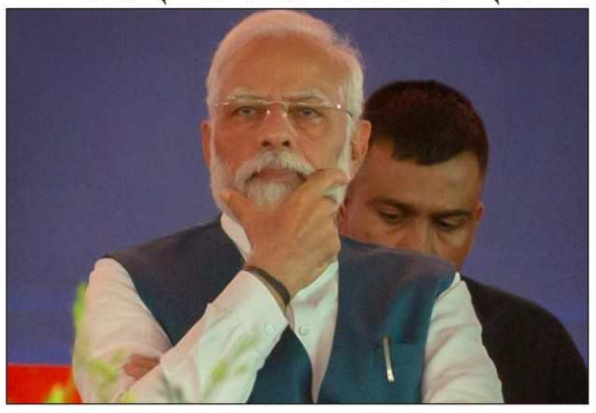

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভোটে প্রার্থী হওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া উচিত। এমন দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন এক মহিলা। মঙ্গলবার সেই মামলাটি খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

ফতিমা নামে এক মহিলা প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেছেন।যদিও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ নতুন নয়। এর আগে দিল্লি হাই কোর্টে একজন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক ভাষণ দেওয়ার অভিযোগে মামলা করার আর্জি জানিয়েছিলেন। সেই মামলাও খারিজ হয়। বিরোধীদের বক্তব্য, আদালত মামলা খারিজ করলেও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ওঠা দুর্ভাগ্যের।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস নির্বাচন কমিশনের কাছে মোদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য পরিবেশনের অভিযোগ করেছে। অন্যদিকে, তামিলনাড়ু কংগ্রেস আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। মাদ্রাজ হাই কোর্টে দল মামলা দায়ের করে বলেছে, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে সংযত হতে বলা হোক। তাঁর কথায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি মাথাচাড়া

এরপর ৩ পাতায়

মোদীকে পটল-চিংড়ি রান্না করে খাওয়ানোর

প্রতিশ্রুতি দিয়ে সিএএ-কে সমর্থন জানিয়ে রাখলেন মমতা ব্যানার্জিও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মোদীকে পটল-চিংড়ি রান্না করে খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে সিএএ-কে সমর্থন জানিয়ে রাখলেন মমতা ব্যানার্জিও। গত রবিবার বনগাঁর সভায় সিএএ-কে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছিলেন দলের দু'নম্বর অভিষেক ব্যানার্জি। সেই বনগাঁতেই সোমবার সভা করেন মমতা ব্যানার্জি। ভাইপোর সুরে সুর মিলিয়ে মমতা ব্যানার্জি এদিন বলেছেন, "নিঃশর্ত করলে সিএএ নিয়ে আমার কোনও আপত্তি নেই।" রাজ্য সরকারকে দিয়ে সিএএ কার্যকর করার পক্ষে পর্যন্ত সওয়াল করেন মমতা ব্যানার্জি।প্রসঙ্গত, বনগাঁ ও বারাকপুর এই দুই লোকসভা আসনেই তৃণমূল ও বিজেপি'র প্রার্থীদের দলবদলের ইতিহাস বেশ চমকপ্রদ। বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিত দাস প্রথমে ছিলেন তৃণমূলের

এরপর ৩ পাতায়

কয়লা পাচার মামলায়

মূল চক্রি লালার শর্তসাপেক্ষ জামিন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কয়লা পাচার মামলায় সেই অধরা মূল অভিযুক্ত অনুপ মাজি ওরফে লালা নিজেই ধরা দিলেন। মঙ্গলবার সকালে আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। শর্তসাপেক্ষে তাঁকে জামিন দেয় আদালত।সাম্প্রতিক কালে গরু এবং কয়লা পাচার মামলা বার বার শিরোনামে এসেছে। এর সঙ্গে নাম জড়িয়েছে রাজনীতিকদের। কয়লা পাচারকাণ্ডে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ তুলেছিলেন যে, কয়লা পাচারকাণ্ডে অভিযুক্ত লালাই

এরপর ৩ পাতায়

খোদ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের

বাড়িতে হেনস্তা শিকার আপের রাজ্যসভার সাংসদ তথা দিল্লির মহিলা কমিশনের প্রধান স্বাতী মালিওয়াল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খোদ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাড়িতে হেনস্তা শিকার আপের রাজ্যসভার সাংসদ তথা দিল্লির মহিলা কমিশনের প্রধান স্বাতী মালিওয়াল ! মঙ্গলবার এই অভিযোগ মেনে নিল আম আদমি পার্টি। জানিয়ে দিল, দলের সুপ্রিমো অভিযুক্ত বিবভ কুমারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবেন।এদিকে এই ইস্যুতে আপকে কাঠগড়ায় তুলে গেরুয়া শিবিরের প্রশ্ন, যে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে খোদ মহিলা কমিশনের প্রধান সুরক্ষিত নন, সেই রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা কোথায়? পাশাপাশি এক্স হ্যান্ডেলে বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র লেখেন,ওআজ সকালে কেজরির বাড়িতে স্বাতী কেন পুলিশ ডাকলেন? তাহলে কি তাঁর বাড়িতে স্বাতীকে মারধর করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর আপ্তসহায়ক? এই বিষয়ে কি মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় কোনও বিবৃতি দেবেন? ঈশ্বর করুন এই খবর যেন মিথ্যা প্রমাণ হয়।আপ নেতা সঞ্জয় সিং এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "গতকাল স্বাতী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। তিনি ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করছিলেন। সেই সময় বিভব কুমার ওঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলেন। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় এক ঘটনা। কেজরিওয়াল বিষয়টি জানতে পেরেছেন। তিনি এবিষয়ে কড়া পদক্ষেপ করবেন।"পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, সোমবার সকাল সাড়ে ৯ টা নাগাদ একটি ফোন আসে দিল্লি পুলিশের কনট্রোলরুমে। সেখানে ফোনের ওপারে থাকা মহিলা জানান, তিনি স্বাতী মালিওয়াল। বলা হয়, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তাঁর আপ্তসহায়ক মারধর করেছেন তাঁকে। এমন অভিযোগ পেয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছয় দিল্লি পুলিশ। তাঁদের সামনেও এই বিষয়ে ক্ষোভ উগরে দেন স্বাতী। জানান, এ বিষয়ে পরে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করবেন তিনি। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল শুরু হয়। জানা যাচ্ছে, গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে দিল্লি পুলিশ। তবে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়ে পুলিশের কাছে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি বলেই জানা গিয়েছে।

চতুর্থ বা নির্বাচনের পর

বিজেপি এগিয়ে বলে জনগণ আত্মবিশ্বাস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেখতে দেখতে লোকসভা নির্বাচনে চারটে দফায় ভোটগ্রহণ হয়ে গেল। ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে সাত দফার লোকসভা নির্বাচনের ভোট পর্ব। ১৩ মে-তে এসে পুরো উত্তর বঙ্গ সহ বাংলার মোট ১০টি জেলায় লোকসভা ভোটগ্রহণ শেষ হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের ৪২টি-র মধ্যে ১৮টি লোকসভায় ভোটগ্রহণ সম্পূর্ণ হয়েছে।আগামী তিন দফা তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি। এবার কী হবে? রাজ্যের শাসক দলের দাবি, ২০২১ বিধানসভার মত দক্ষিণ বঙ্গে কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বিজেপি। বিজেপি-র হিসেব, গতবারের জেতা আসন তো বটেই তমলুক, কাঁথি সহ আরও বেশ কিছু তৃণমূলের জেতা আসনে গেরুয়া উড়বে। বামেদের সব আশা যাদবপুর নিয়ে। শ্রীরামপুর, দমদমে ভাল ভোট মিলনবে বলেও সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের আশা।বাংলায় বাকি তিনটি দফায় ২৪টি লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে। দার্জিলিং, বালুরঘাট থেকে বীরভূম, বর্ধমানে ভোট মিটে গিয়েছে।

সব রাজনৈতিক দলেরই দাবি প্রথম চারটে দফায় তাদের ফল দারুণ হবে। আসলে এটা একটা নির্বাচনী কৌশল। আমরাই জিতছি, জিতে বসে আছি, কথাগুলো ভোটারদের কানে যতটা ঢোকাতে পারবেন নেতা-নেত্রীরা ততই তাদের আগামী কয়েক দফায় অতিরিক্ত সুবিধা পাবেন। এর কারণ একটা বড় অংশের ভোটার তাদেরই ভোট দেয়, যাদের তারা মনে করবেন জিতবেন। পরাজিত প্রার্থীদের ভোট দিতে চান না অনেকেই। আর তাই নরেন্দ্র মোদী থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল গান্ধী থেকে অমিত শাহ-রা বারবার বিভিন্ন সভায় বারবার দাবি করছেন, তারাই প্রথম চার দফায় বেশী আসনে জিতছেন। ১) জলপাইগুড়ি (এসসি), ২) আলিপুরদুয়ার (এসটি), ৩) কোচবিহার, ৪) দার্জিলিং, ৫) বালুরঘাট, ৬) রায়গঞ্জ, ৭) মালদা উত্তর, ৮) মালদা দক্ষিণ, ৯) মুর্শিদাবাদ, ১০) জঙ্গিপুর, ১১) কৃষ্ণনগর, ১২) রানাঘাট, ১৩) বহরমপুর, ১৪) বীরভূম, ১৫) বোলপুর,

এরপর ৪ পাতায়

কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের উত্তর কাঁথি

বিধানসভায় বিজেপির প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপিই

কাঁথি: নিউজ সারাদিন : কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের উত্তর কাঁথি বিধানসভায় বিজেপির প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপিই। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে যাঁরা বিজেপির সঙ্গে ছিলেন লোকসভা ভোটে তাঁদের অনেকেই জোড়াফুল শিবিরে। আবার আদি বিজেপির নেতারাও নব্য বিজেপি থেকে মুখ ফিরিয়েছেন। তাঁরা কাঁথি নগর মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি তথা কাঁথি কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী বিদেশ বসু মাইতির পক্ষে রয়েছেন।বিজেপির কাঁথি সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রশেখর মণ্ডল বলেন, "এটা দিবা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। তৃণমূল উত্তর কাঁথি বিধানসভা এলাকায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কারণ, এই এলাকার মানুষ সব থেকে বেশি তৃণমূলের দ্বারা বঞ্চিত, নির্যাতিত। তাই মানুষ বিজেপির সঙ্গে ছিল, আছে, থাকবে। আমাদের ব্যবধান অনেক বাড়বে।"ফলে বিজেপির ভোটে দুই দিক থেকে টান পড়তে শুরু করেছে।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী তরুণকুমার জানা বিজেপি প্রার্থী সুমিতা সিনহার কাছে ৯৩৩০ ভোটে পরাজিত হন। বিধানসভা ভোটে কোন কোন অঞ্চলে তৃণমূলের ব্যবধান কম ছিল, এই ব্যবধান কমার কারণ কী তা ইতিমধ্যেই পর্যালোচনা করে প্রচারে জোর দিয়েছে তৃণমূল। পাশাপাশি প্রতিটি অঞ্চল ও বুথ সভাপতিদের পাড়া বৈঠক ও বাড়ি বাড়ি প্রচারের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগও শুরু করেছে। তৃণমূলের একাংশের অভিযোগ, গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীর হারের পিছনে ছিল দলের অন্তর্ঘাত। জানা গিয়েছে, সেই অন্তর্ঘাত করতে যাঁরা বিজেপির হয়ে কাজ করেছিল তাঁরা এবার তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচারে নেমেছেন। ফলে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি যে ব্যবধান নিয়ে জয়লাভ করেছিল, সেই সংখ্যাকে এবার ছাপিয়ে যাবে তৃণমূলের ব্যবধান। তাই বিজেপির চিন্তা বাড়িয়েছে। সূত্রের খবর, কাঁথি দেশপ্রাণ ব্লকের আঁউরাই, আমতলিয়া এবং ধোবাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বাম থেকে রামে আসা নেতারাই এখন এলাকার তৃণমূলের হয়ে মাঠে নেমেছে। ফলে বিজেপি থেকে সরে গিয়েছে। এদিকে উত্তর কাঁথি বিধানসভা এলাকার একাধিক তৃণমূল নেতার নাম সিবিআই এর তালিকায় থাকায় গ্রেপ্তারি এড়াতে ইতিমধ্যে অনেকেই ঘরের বাইরে রয়েছেন। তৃণমূলের উত্তর কাঁথি নির্বাচনী কমিটির চেয়ারম্যান তরুণ কুমার জানা বলেন, "২০২১সালে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের অন্তর্ঘাতের কারণে বিজেপির কাছে পরাজিত হয়েছিলাম। এবার সেই সুযোগ হবে না। যাঁরা সেদিন বিজেপির পক্ষে ছিলেন তাঁরা এখন তৃণমূলের সঙ্গে আছেন, প্রচার করছেন। তাই বিজেপির বিধানসভা নির্বাচনের ব্যবধানকে তৃণমূল এবার টপকে যাবে বলে আশা করা যায়।"

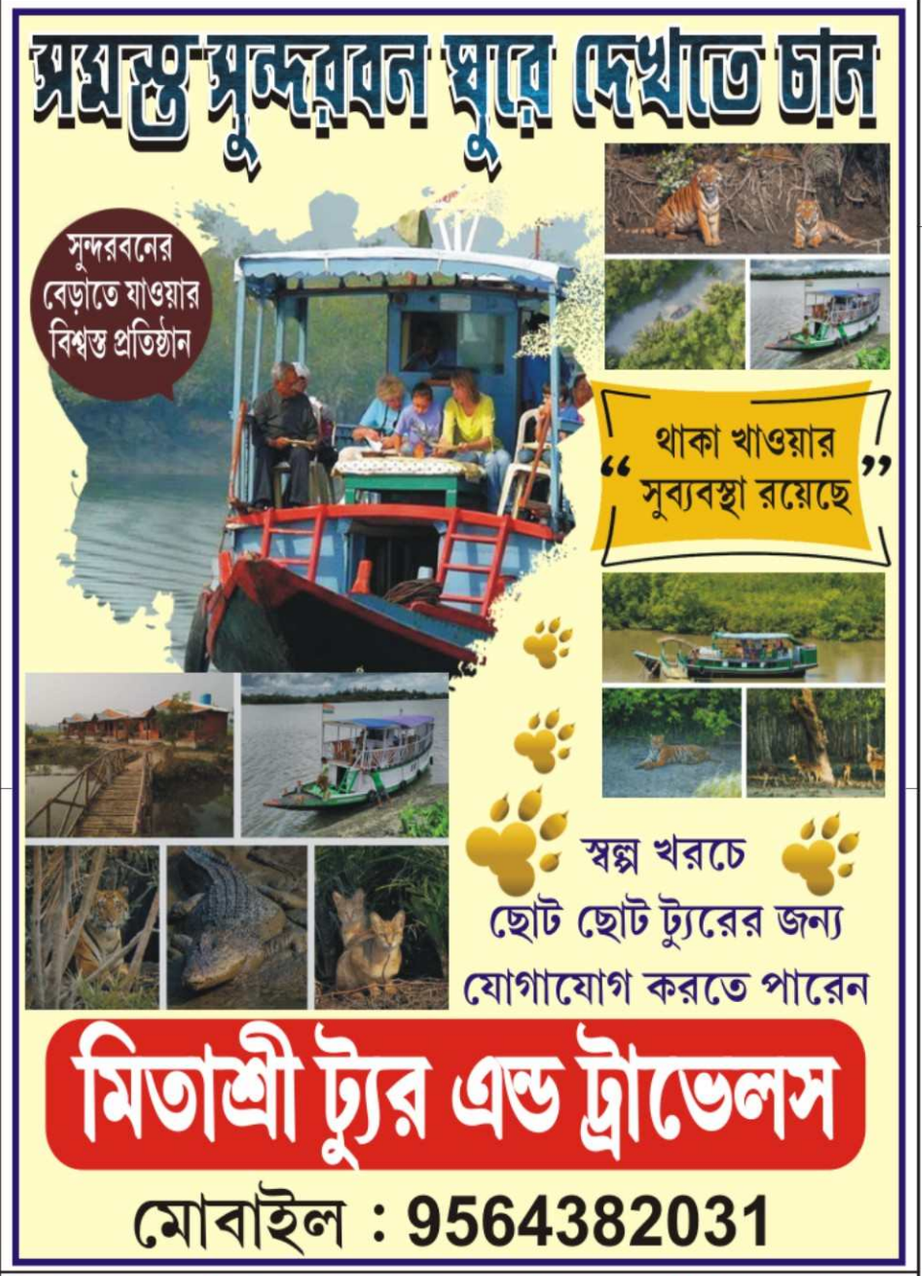

বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে

এত অস্ত্র উদ্ধার হওয়ায় চিন্তিত পুলিশ প্রশাসন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাপ্পু এন্টারপ্রাইজ! চালের রিটেইল শপ! চাল বিক্রি হয়। বিটি রোডের বুকের ওপর দোকান। রমরমিয়ে চলে দোকান। কিন্তু এই দোকানের মালিকের কাছ থেকে মোটা টাকা চেয়ে হুমকি দিচ্ছিল এলাকারই এক যুবক। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছিল পুলিশ। তদন্তের নেমে পুলিশের হাতে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য।তিনটি সেভেন এম এম পিস্তল, একটি রিভলভার ও ১৮ টি গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। মূল অভিযুক্ত ওয়াসিমের সঙ্গে বিহারের দুই দুষ্কৃতীর যোগ রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ওই দুই দুষ্কৃতীর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে খড়দহ থানার পুলিশ। লোকসভা নির্বাচনের আগে বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে এত অস্ত্র উদ্ধার হওয়ায় চিন্তিত পুলিশ প্রশাসন. ।উদ্ধার হল প্রচুর অস্ত্র। লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রচুর অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করল খরদহ থানার পুলিশ।

আইপিএল খেলায় বেটিং লাগিয়ে হেরে যাওয়ায় খড়দহ থানার বিবেকনগরে এক ব্যবসায়ীর কাছে মোটা টাকা তোলা চেয়ে হুমকি ফোন করেছিল কিছু দুষ্কৃতী। অভিযোগ, তোলার টাকা না দেওয়ায় গত ৭ তারিখ বিবেকনগরে ওই ব্যবসায়ীর দোকানের সামনে চার রাউন্ড গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করে খড়দহ থানার পুলিশ। টিটাগর এলাকা থেকে মূল দুষ্কৃতী ওয়াসিমকে গ্রেফতার করে পুলিশ। দুষ্কৃতী ওয়াসিমকে জেরা করে তার কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ।

বিএসএফের গুলিতে গরু পাচারকারীর মৃত্যু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গরুপাচার থেকে কয়লাপাচারের তদন্তে নমেছে ইডি ও সিবিআই। এমনকী গরুপাচার মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। কিন্তু এত কিছুর পরও সীমান্তে কি অব্যাহত রয়েছে গরুপাচার? উঠছে প্রশ্ন। কারণ, পাচার রুখতে আবারও সীমান্তে চলেছে বিএসএফ ও পাচারকারী গুলির লড়াই।

বিএসএফ-এর দাবি, আত্মরক্ষার স্বার্থে এরপর গুলি চালায় জওয়ানরা। দুপক্ষের লড়াইয়ে কয়েকজন পাচারকারী পালিয়ে যায়। তবে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ঘটনাস্থলেই পড়েছিলেন কাজিরুল। বিএসএফ আধিকারিকরা তাঁকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায়। সেখানেই অভিযুক্ত পাচারকারীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। আর সেই লড়াইয়ে মৃত্যু এক পাচারকারীর। বিএসএফ সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তির নাম কাজিরুল মহম্মদ (৪৬)। তাঁর বাড়ি জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ ব্লকের ভাঙা মালি গ্রামে। কাজিরুল এলাকায় পুরনো পাচারকারী হিসাবে পরিচিত। জানা গিয়েছে, সোমবার রাত্রিবেলা জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের খাল পাড়া সীমান্ত দিয়ে পাচারকারীদের একটি বড়সড় দল গরু পাচারের চেষ্টা করছিল। বিষয়টি নজরে আসে সেখানে কর্তব্যরত ১৯৫ নং ব্যাটালিয়নের বিএসএফ জওয়ানরা। তাঁরা প্রথমে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এরপরই জওয়ানদের উপর হামলা চালায় পাচারকারীরা। বেশ কয়েকজন বিএসএফ আধিকারিক জখমও হন।

ডাম্পারের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক জনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অন্ডালের কাজোরার কাছে জাতীয় সড়কের ওভারব্রিজ থেকে সার্ভিস রোডে পড়ল ছাই বোঝাই ডাম্পার। ডাম্পারের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক জনের।মঙ্গলবার দুপুরে অন্ডালের দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন থেকে ছাই বোঝাই একটি ডাম্পার যাচ্ছিল রানিগঞ্জের দিকে।এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, "একেবারেই অনাকাঙ্খিত একটা ঘটনা। এরকমভাবেও মৃত্যু আসতে পারে। ডাম্পার যাচ্ছিল ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে। কিন্তু এভাবে কোনও গাড়ি ওভারব্রিজের ওপর থেকে ছিটকে এসে নীচে পড়বে, তা কী কেউ কখনও ভাবতে পারে! ভয়ঙ্কর ঘটনা।"অন্ডালের কাজোড়ায় জাতীয় সড়কের ফ্লাইওভারের ওপরে ডাম্পার উঠতেই ফেটে যায় চাকা। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন ডাম্পারের গতিবেগ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি ছিল। তাই চাকা ফেটে যাওয়ার

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

তৃণমূল কতটা হিন্দু বিরোধী তা জনগণকে বোঝাতে চাইলেন অমিত সাহা

থেকে ২৭ অক্টোবর অর্থাৎ টানা ১০ দিনের ছুটি ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার।

তার আগের বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে দুর্গাপুজোয় টানা ১১ দিন ছুটি পেয়েছিলেন রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা। সেবারে ৩০ সেপ্টেম্বর দুর্গাপুজোর পঞ্চমী থেকে ১০ অক্টোবর লক্ষ্মীপুজোর দিন পর্যন্ত টানা ১১ দিন সরকারি ছুটি পেয়েছিলেন সরকারি কর্মচারীরা।

২০১১ সাল থেকেই রাজ্যের ক্লাবগুলিকে দুর্গাপুজোর জন্য সরকারিভাবে ২৫ হাজার টাকা অনুদান দেওয়াও শুরু হয়। গত বছর এই অনুদানের পরিমাণ ছিল ৭০ হাজার টাকা। যা নিয়ে বিজেপি ঘনিষ্ঠ কয়েকজন আদালতে মামলাও দায়ের করেছিলেন।শুধু অনুদান বা ছুটি নয়, বর্তমানে কলকাতার পাশাপাশি জেলাস্তরেও সরকারি উদ্যোগে শুরু হয়েছে দুর্গা পুজো কার্নিভাল। এমনকী ২০২১ সালে এ জন্য ইউনেস্কো থেকে স্বীকৃতিও পেয়েছে বাংলার দুর্গাপুজো।

১-ম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভোটে প্রার্থী হওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া উচিত, এমন দাবি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিল এক মহিলা, সেই মামলা খারিজ হল

দিতে পারে।

বলেছেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী ধর্মের নামে ভোট চাইছেন। হিন্দু দেব-দেবতার নামে মানুষকে ভোট দিতে বলছেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ সম্পূর্ণভাবে নির্বাচনী আচরণ বিরোধী।

বিচারপতি বিক্রম চন্দ্র এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ মুজ্জার মামলার শুনানিতে বলে, মামলাকারী ভুল জায়গায় এসেছেন। এজন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে হবে।

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন। একমাত্র তারাই বলতে পারবে প্রধানমন্ত্রী নিয়ম ভেঙেছেন কিনা।

প্রসঙ্গত, এর আগে একটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ধর্মের নামে ভোট চাওয়ার অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছিল।

১-ম পাতার পর

সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা

ছুড়ে ফলে প্রমাণ নষ্টের চেষ্টা করেছেন। বিধায়কের ফোনের চ্যাট থেকে এক চাকরিপ্রার্থীর কথোপকথনেরও প্রমাণ মিলেছে। এই তথ্য তুলে সিবিআই আদলতে বলেন, এই নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে অপোপ্রতোভাবে জড়িত জীবনকৃষ্ণ তাই তাঁর জামিন না হওয়া উচিত। যদিও আদালত শেষ পর্যন্ত জীবনকৃষ্ণকে জামিন দিয়েছে।নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২৩ সালের ১৭ এপ্রিল তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে গ্রেফতার করে সিবিআই। তার আগে জীবনকৃষ্ণের কান্দির বাড়িতে টানা তল্লাশি চালায় সিবিআই। সেই সময় তাঁর দুটি মোবাইল বাড়ির পিছনে পুকুরে ফেলে দেন জীবনকৃষ্ণ। পুকুর ছেঁচে ফেলে মোবাইল দুটিকে উদ্ধার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করে সিবিআই। প্রথমে তিনি কলকাতা হাইকোর্ট জামিনের আবেদন করেন। কিন্তু হাইকোর্টে জামিন খারিজ হয়ে যায়। এর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। আদালত তাঁর আবেদন গ্রহণ করে সিবিআইকে হলফনামা দিতে বলে। তার পর একাধিকবার তাঁর জামিনের আর্জির শুনানি পিছিয়ে যায়। অবশেষে মঙ্গলবার আদালতে তাঁর জামিন মিলল।

১-ম পাতার পর

মোদীকে পটল-চিংড়ি রান্না করে খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে সিএএ-কে সমর্থন জানিয়ে রাখলেন মমতা ব্যানার্জিও

বিধায়ক। দল বদল করে গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি'র বিধায়ক হন। নির্বাচনের পর তিনি তৃণমূলে ফিরে আসেন। লোকসভা ভোটের জন্য বিধায়ক পদ বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিয়ে ফের দলের প্রার্থী হয়েছেন। বারাকপুরেও গত লোকসভায় তৃণমূল থেকে বিজেপি-তে গিয়ে সাংসদ হয়ে আবার বিধানসভা ভোটের পর তৃণমূলে ফিরে এসেছিলেন অর্জুন সিং। তাঁর ছেলে পবন সিং ভাটপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক। গত ১১ মার্চ তৃণমূলের ব্রিগেড সভাতেও উপস্থিত ছিলেন বারাকপুরের সাংসদ। দলের সাংসদকে ফের নতুন করে দলে ফিরিয়ে আবার বারাকপুরে প্রার্থী করেছে বিজেপি। দুই দলের মধ্যে সাবলীল আসা-যাওয়ার মাঝেই মমতা ব্যানার্জি সিএএ নিয়ে মত বদলাতে শুরু করলেন।চলতি লোকসভা নির্বাচনের জন্য গত ৩১ মার্চ কৃষ্ণনগর থেকে প্রচার শুরু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর থেকে রাজ্য ঘুরে ভোটের প্রচার করে বেড়াচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি। এত দিন প্রতিটি সভাতেই সিএএ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করতে শোনা যেত মুখ্যমন্ত্রীকে। ভোটার, কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড থেকে শুরু করে এত দিন ভোট দিয়ে পঞ্চায়েত সদস্য থেকে সাংসদ নির্বাচিত করার পর কেন নতুন করে নাগরিক হতে হবে, সেই প্রশ্নও তুলতেন মুখ্যমন্ত্রী। এখন সুর বদল করে মমতা ব্যানার্জি বনগাঁর সভায় বলেছেন, "মতুয়াদের প্রতি এতই যদি ভালোবাসা, তাহলে কেন তাদের নিঃশর্ত অধিকার দিচ্ছ না? কেন আপনি (মোদী) গোপনে এমপাওয়ার্ড গ্রুপ তৈরি করেছেন? কেন বলছেন ফরম ফিলাপ করে বাবা, মায়ের সার্টিফিকেট বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসো!" এরপরই ভাইপোর সুরে মমতা ব্যানার্জি বলেন, "সিএএ আমরা মানি না। নিঃশর্ত করলে করুক, আমার কোনও আপত্তি নেই।"

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (২০১৯) নিয়ে মমতা ব্যানার্জি আর যে কোনও আপত্তি রাখছেন না, তা এদিন বনগাঁর সভা থেকে তিনি স্পষ্ট করেছেন। তিনি চাইছেন, সিএএ কার্যকর করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের হাতে ছেড়ে দিক কেন্দ্রীয় সরকার। যে আইন ও পরবর্তীকালে তৈরি করা বিধিতে মুসলিম ছাড়া সবাইকে নাগরিকত্ব দেওয়ার বিধান দেওয়া আছে, তা নিয়ে এখন আর কোনও আপত্তি নেই মুখ্যমন্ত্রীর। বনগাঁর সভা থেকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, "নিঃশর্ত অধিকার দিন। আপনার (মোদী) করার কী দরকার আছে? আগে তো নাগরিকত্ব রাজ্য সরকার দিত। জেলার ডিএম'রা দিয়ে দিত।" মমতা ব্যানার্জি জেলাশাসকদের হাত দিয়ে কার্যকরী করতে চাইছেন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে।

সিএএ নিয়ে সঙ্ঘ পরিবারের কাছে বার্তা দেওয়ার সঙ্গে এদিন প্রধানমন্ত্রীর দিকেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে মমতা ব্যানার্জি সখ্যর হাত বাড়িয়েছেন। দেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাসের উপর সঙ্ঘ পরিবারের হস্তক্ষেপ নিয়ে বারাকপুরের সভায় বক্তব্য রাখছিলেন মমতা ব্যানার্জি। সেই বক্তব্যেই নরেন্দ্র মোদীর জন্য নিজের হাতে রান্না করা খাবার পরিবেশন করার কথা উঠে এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে। "কেউ পটল-চিংড়ি ভালোবাসে। কেউ ঝিঙে-চিংড়ি ভালোবাসে। কেউ আবার চিংড়ির মালাইকারি ভালোবাসে। মোদীবাবু, একটু খেয়ে দেখুন স্বাদটা কেমন। কথা দিচ্ছি, কাউকে দিয়ে রান্না করাবো না। আমি নিজে করব। আমি ছোটোবেলা থেকে রান্না করতে ভালোবাসি। আমি রান্না জানি। আপনি আমাকে ধোকলা খেতে বললে আমি খাবো।" বলেছেন মমতা ব্যানার্জি।

বিজেপি'র প্রধানমন্ত্রীদের ঘরে তৈরি রান্না করা খাবার খাওয়ানো মমতা ব্যানার্জির কাছে নতুন কোনও বিষয় নয়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে কালীঘাটের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে মায়ের হাতে তৈরি মালপোয়া খাইয়ে ছিলেন মমতা ব্যানার্জি। ফলে মোদীর জন্য নিজের হাতে চিংড়ি মাছের পদ তৈরি করে মমতা ব্যানার্জির খাওয়ানোর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই।

কিন্তু ভোটের প্রচারে একে অপরের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে নেমে নিজের হাতে রান্না করা খাবার খাওয়ানোতেই এদিন থামেননি মুখ্যমন্ত্রী। গত রবিবার ভাটপাড়ার সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উলটো ছবি উপহার দেওয়া নিয়েও মমতা ব্যানার্জি প্রধানমন্ত্রীর কোনও দোষ খুঁজে পাননি।বারাকপুরের সভায় মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে শোনা গিয়েছে, "প্রধানমন্ত্রীর তো কোনও দোষ ছিল না। দোষটা ছিল তাঁর, যিনি জানেন না, আর যাঁর কথা শুনে তিনি তাঁকে প্রার্থী করেছেন।" গত রবিবার প্রধানমন্ত্রীকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি উপহার দেন অর্জুন সিং-এর পুত্র বিজেপি বিধায়ক পবন সিং। প্রধানমন্ত্রীকে তুলে দেওয়ার সময় রবি ঠাকুরের ছবি উলটানো ছিল। মুহূর্তে সেই ছবি সোসাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয় তৃণমূল। কিন্তু এদিন সেই বারাকপুরে সভা করতে এসে ছবি বিতর্কে প্রধানমন্ত্রীকে রেহাই দিয়ে গেলেন মমতা ব্যানার্জি।

১-ম পাতার পর

কয়লা পাচার মামলায় মূল চক্রি লালার শর্তসাপেক্ষ জামিন

অভিষেকের স্ত্রীর বিদেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নিয়মিত টাকা জমা করতেন। লালার সূত্রে কয়লা পাচার মামলায় নাম উঠে আসে রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটকেরও। তবে চার্জশিটে তাঁর নাম ছিল না।কিন্তু কে এই অনুপ মাজি, যিনি লালা নামেই সমধিক পরিচিত?২০২০ সালে কয়লা পাচার মামলার তদন্ত শুরু করে সিবিআই। রাজ্যে রেলের বিভিন্ন সাইডিং এলাকা থেকে কয়লা চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই প্রথমে আয়কর দফতর, তার পরে সিবিআই কয়লাকাণ্ডের তদন্তে নামে। তদন্তে উঠে আসে লালার নাম। খাদান থেকে বেআইনি ভাবে কয়লা তুলে পাচারের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করার অভিযোগ ওঠে ইসিএল, নিরাপত্তা সংস্থা সিআইএসএফ, রেলের এক শ্রেণির কর্মীদের বিরুদ্ধে। আরও অভিযোগ ওঠে যে, কয়লা পাচারের টাকা ঘুরপথে তাঁদের কাছে পৌঁছে দিতেন লালা। পাচারের সঙ্গে নাম জড়িয়ে যায় তৃণমূলের তৎকালীন যুব নেতা বিনয় মিশ্র এবং তাঁর ভাই বিকাশের। বিকাশকে ইডির হাতে গ্রেফতারও হন।অন্য দিকে 'পলাতক' লালা আত্মগোপন করে থাকা অবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ আদালত জানিয়ে দেয়, লালার বিরুদ্ধে এখনই কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। ২০২১ সালের মার্চে এই 'রক্ষাকবচ'কে হাতিয়ার করেই নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে হাজিরা দিয়েছিলেন লালা। তাঁকে প্রায় সাত ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তার পরেও অবশ্য লালার বাড়ি, অফিসে তল্লাশি, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত শুরু হয়। লালার সঙ্গী বলে পরিচিত গুরুপদ মাজি-সহ চার জন গ্রেফতার হন। পরে এই মামলায় তদন্ত শুরু করে আর এক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি।লালা অবশ্য প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টে গিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, রাজ্যের অনুমতি ছাড়া সিবিআই এই তদন্ত শুরু করেছে। সিবিআইকে রাজ্যে কোনও মামলার তদন্ত করতে দেওয়ার 'সাধারণ সম্মতি' ২০১৮ সালে প্রত্যাহার করে নিয়েছে নবান্ন। হাইকোর্টে প্রথমে রায় দিয়েছিল, রেলের জায়গার বাইরে সিবিআইকে কোনও তল্লাশি করতে হলে রাজ্যের অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু পরে ডিভিশন বেঞ্চ রায় দেয়, রাজ্যের সর্বত্রই সিবিআই কয়লা পাচারের তদন্ত করতে পারবে। এই রায়ের বিরুদ্ধেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন লালা।এর আগে সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছিল, লালার সঙ্গে গরু পাচারে অভিযুক্ত এনামুল হকেরও বোঝাপড়া ছিল। কয়লা পাচারের সময় এনামুলের 'সিন্ডিকেট'-এর সাহায্য নিতেন লালা। উত্তরবঙ্গ-সহ প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেও পাচার চলত। রাজনৈতিক মদতের পাশাপাশি লালার সঙ্গে পুলিশ-প্রশাসন, ইস্টার্ন কোল্ডফিল্ড, রেলকর্তাদের একাংশেরও যোগাযোগ রয়েছে বলে দাবি করে সিবিআই। তদন্তে লালার একটি ডায়েরি উদ্ধার করেছিলেন ইডির তদন্তকারীরা। ইডি সূত্রে জানা যায়, ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত কয়লা পাচারে রাজ্য পুলিশের বড় কর্তাদের একাংশ যে যুক্ত ছিলেন, তার 'প্রমাণ' রয়েছে ওই ডায়েরিতে।কিন্তু কয়লা পাচার মামলায় চার্জ গঠন করে তদন্ত শেষ করার জন্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে নির্দেশ দেন আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী। আগামী ২১ মে এই মামলায় চার্জশিট পেশ করার কথা সিবিআইয়ের। কিন্তু আদালতে সিবিআই প্রশ্ন তোলে যে, লালাকে জিজ্ঞাসাবাদ না করা হলে কী ভাবে কয়লা পাচার মামলায় চূড়ান্ত চার্জ গঠন করা সম্ভব? বিচারক সিবিআইয়ের উদ্দেশে জানান, লালা গ্রেফতারির ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ পেলেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদে কোনও বাধা নেই। আদালতের জিজ্ঞাসাবাদ সংক্রান্ত নির্দেশ পাওয়ার পরেই লালার খোঁজে অভিযান শুরু করে সিবিআই। যদিও লালার বাড়ি গিয়ে তাঁর খোঁজ পাননি তদন্তকারীরা।এই আবহে কয়লা পাচার মামলায় মূল অভিযুক্ত লালা মঙ্গলবার সকালে আসানসোলের বিশেষ আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। শর্তসাপেক্ষে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়। জামিনের শর্ত হিসাবে আদালত জানিয়েছে, লালাকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। নিম্ন আদালতের নির্দেশ মোতাবেক, আগামী সোমবার (২১ মে) কয়লা পাচার মামলায় চূড়ান্ত চার্জ গঠন করতে হবে সিবিআইকে। তার পরই এই মামলায় বিচারপ্রক্রিয়া বা ট্রায়াল শুরু হওয়ার কথা। বিশেষ আদালতের নির্দেশ, মামলার শুনানির দিনগুলিতে সশরীরে কোর্টে হাজিরা দিতে হবে লালাকে। লালাকে পৈতৃক বাড়িতে থাকারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমার নিতুড়িয়া থানা এলাকার অন্তর্গত ভামোরিয়া গ্রামে লালার পৈতৃক বাড়ি। সেখানেই থাকেন তাঁর মা। এখন তাঁকে ওই ঠিকানাতেই থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। আদালতের অনুমতি ছাড়া এলাকা ছাড়তে পারবেন না লালা।

বাংলায় বিজেপি ৩০ আসন পেলেই মমতার সময় শেষ: অমিত

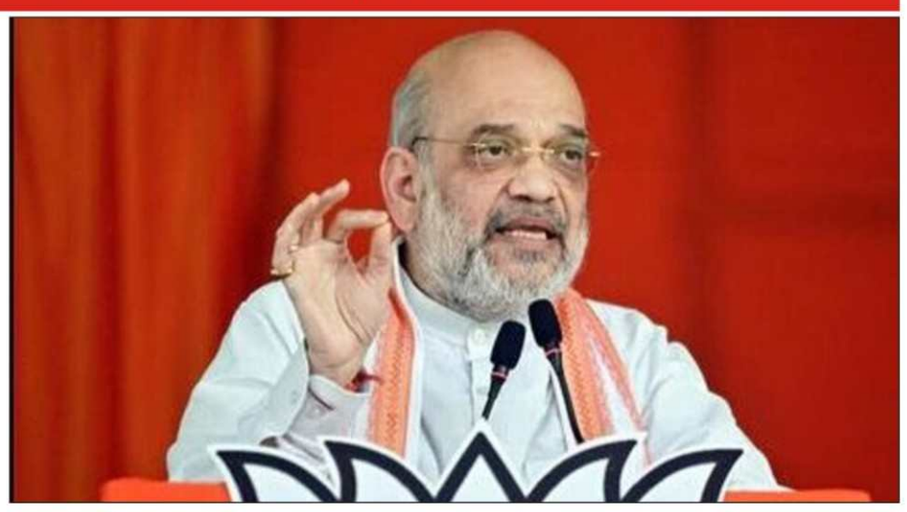

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুভেন্দু-সুকান্তদের ধাঁচেই কি বাংলায় সরকার ফেলার হুমকি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ? শাহী ভাষণে তেমনই ইঙ্গিত। বনগাঁর সভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে গেলেন, 'বাংলায় বিজেপি ৩০ আসন পেলেই মমতার সময় শেষ।'ইভিএম নিয়ে বিরোধীরা যে অভিযোগ করছিল, সেই অভিযোগেরও জবাব দিয়েছেন অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন বলেন, "আজ মমতা দিদি অভিযোগ করছেন, ইভিএমে গড়বড় হচ্ছে। দিদি আপনি যখন মুখ্যমন্ত্রী হলেন, তখনও এই ইভিএমই ছিল। আজ যখন মানুষ আপনাকে প্রত্যাখ্যান করতে চাইছে, তখন ইভিএমের উপর দোষারোপ করছেন। মানুষ সব বোঝে।"বনগাঁর সভায় অমিত শাহ কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে বলে গেলেন, রাজ্যে তৃণমূল সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, "মমতা দিদি আপনার সময় শেষ হয়ে আসছে। বাংলায় বিজেপি ৩০ আসন পেলেই আপনার সময় শেষ হয়ে যাবে। এখানেও মোদিজির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তৈরি হতে চলেছে।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, "এখানে সিন্ডিকেট রাজ চলছে, ভাইপোর গুন্ডাদের রাজত্ব চলছে, কাটমানির রাজ চলছে, অনুপ্রবেশকারীদের রাজত্ব চলছে। এসব মমতা দিদি থামাতে পারবে না। এসব শুধু মোদিজির নেতৃত্বে বিজেপি রুখতে পারবে।"

অমিত শাহ এদিন দাবি করেছেন, প্রথম যে ৪ দফায় ভোট হয়েছে তাতেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গিয়েছে বিজেপি। এখন লড়াই শুধু ৪০০ আসন পাওয়ার। ঘটনাচক্রে একদিন আগে এই বনগাঁতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফিরবেন না 'মোদিবাবু'। সব মিলিয়ে বিজেপি সাকুল্যে ১৯০-১৯৫টি আসন পেতে পারে। আর ইন্ডিয়া জোট পেতে পারে ৩০০-৩১৫ আসন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৩১ সংখ্যা ১৫ মে, ২০২৪ বুধবার ০১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

লীলতাহানির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই নতুন করে রাজ্য-রাজভবন সংঘাত চরমে ওঠে

রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে আরও এক শ্লীলতাহানির অভিযোগ সামনে এল। এটা গত বছরের জুন মাসের ঘটনা। তা ঘটেছিল দিল্লিতে। অভিযোগকারী এক নৃত্যশিল্পী। ঘটনাটি গত বছরের ১৫ অক্টোবর টুইট করে প্রকাশ্যে এনেছিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ । সূত্রের খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুসন্ধান করে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন মুখ্যসচিবের কাছে। সম্প্রতি রাজভবনের এক অস্থায়ী কর্মী কনফারেন্স রুমে রাজ্যপাল তাঁর শ্লীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ করেন। তা নিয়ে তোলপাড় হয় রাজ্য। শাসকদল তৃণমূল এই ঘটনাকে নির্বাচনী ইস্যু করে তোলে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী জেলায় জেলায় গিয়ে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সরব হন। রাজ্যপাল কয়েক দিন আগে রাজভবনের একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনেন। তাতে অবশ্য রাজভবনের বাইরের কিছু ফুটেজ দেখানো হয়। পরে কলকাতা পুলিশ দাবি করে, তাদের হাতেও একটি ফুটেজ এসেছে। সেখানে ওই তরুণীকে কাঁদতে কাদঁতে রাজভবনের সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী সভায় বলেন, আমার কাছেও ফুটেজের কপি রয়েছে। পেন ড্রাইভে সব রাখা আছে। আপনার কত কুকীর্তি আছে। আমার কাছে অনেক অভিযোগ এসেছে। আমি এতদিন কিছু বলিনি। একটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে আপনি কী করেছেন। বাবা রে, আপনি ডাকলেও আমি আর রাজভবনে যাব না। আপনার পাশে বসাও পাপ ।এই ব্যাপারে রাজ্যপালের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ওই নৃত্যশিল্পী জানান, গত বছরের জুন মাসে তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে একটি পাঁচতারা হোটেলে তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। কুণাল অবশ্য তাঁর টুইটে রাজ্যপালের নাম করেননি। তিনি লেখেন, রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও নির্যাতনের মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাস্থল দিল্লি। অভিযোগকারিণীর চেন্নাই, কোচি, দিল্লিতে যাতায়াত আছে। অভিযুক্ত সাংবিধানিক রক্ষাকবচে আছেন। নগরপাল অভিযোগের চিঠি-সহ ফাইল নবান্নের সচিবালয়ে পাঠিয়েছেন। আপাতত এইটুকু।

অমৃত ভারত' এক্সপ্রেসের ছবিটা স্পষ্ট বলে দিচ্ছে বাংলায় কাজ নেই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোট শেষ। ছুটিও শেষ। বাড়ি এখানে, পরিবার এখানে, কিন্তু সব ছেড়ে যেতে হচ্ছে 'বিদেশে'। এরা পরিযায়ী শ্রমিক, এদের 'বিদেশ'-এর নাম বেঙ্গালুরু। ভোট দিতে রাজ্যে ফিরেছিলেন তাঁরা, আর ভোট শেষ হতেই ব্যাগ গুছিয়ে উঠে পড়লেন ট্রেনে। 'অমৃত ভারত' এক্সপ্রেসের ছবিটা স্পষ্ট বলে দিচ্ছে বাংলায় কাজ নেই।শুধু ট্রেনের ভিড় নয়, ভোটের হারও প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। যেমন ধরা যাক, মালদহ দক্ষিণে মহিলাদের ভোটদানে হার যখন ৮২.১৫ শতাংশ, পুরুষের ভোটদানের হার সেখানে ৭১.২২ শতাংশ। মালদহ উত্তরে মহিলাদের ভোটদানের হার ৮১.০১ শতাংশ আর পুরুষের ভোটদানের হার ৭১.২২ শতাংশ। ফারাকটা আরও বেশি মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে। সেখানে ৮২.৭৫ শতাংশ মহিলা ভোট দিয়েছেন, আর পুরুষের ভোটদানের হার ৬৮.৯১ শতাংশ। শাসক দল বলছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাওয়া ভোটাররা উৎসাহে ভোট দিচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এটাই কি শুধুমাত্র কারণ? নাকি পুরুষেরা গ্রামে নেই, তাই এমন তফাৎ?তাই ট্রেন ধরে পাড়ি দিতে হচ্ছে দক্ষিণ ভারতে। বারবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'বাংলাই ডেস্টিনেশন। এখানে ফিরে এসে কাজ করুন।' কিন্তু ওই ট্রেনের যাত্রীরা তো সে কথা বলছেন না?

যাত্রীদের প্রশ্ন করা হলে একজন বলেন, 'সবাই তো চলে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে আমরাও চলে যাচ্ছি বিদেশে (দক্ষিণ ভারত)। আর এক শ্রমিক বললেন, এখানে তো কোনও কাজই নেই। টাকা পয়সাও নেই। কী করব!' লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় ভোট হয়েছে মালদহে। তারপর দলে দলে তাঁরা পাড়ি দিচ্ছেন দক্ষিণে। এরকম একটি নয়, একাধিক ট্রেন রয়েছে, যার যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই পরিযায়ী শ্রমিক। প্রশ্ন হল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার তাঁদের বাংলায় ফেরার আহ্বান জানালেও তাঁরা ফিরবেন কীসের জন্য? কী কাজ আছে বাংলায়? এভাবেই কি দক্ষ শ্রমিকদের হারাচ্ছে বাংলা? মালদহ উত্তরের বিদায়ী সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, 'বাংলা কর্মবিমুখ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। কোনও কাজ নেই। তাই বাধ্য হয়ে শ্রমিকরা চলে যাচ্ছেন।' মালদহের তৃণমূলের টাউন সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি কেন্দ্রের ওপর দায় চাপালেও রাজ্যে যে কাজ নেই সে কথা এক অর্থে মেনেই নিচ্ছেন। তিনি বলেন, 'মোদী বলেছিলেন বছরে ২ কোটি চাকরি দেবেন। সেটা হয়নি। তাই বাংলাতেও কাজ নেই।'

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মা আজো পশ্চিম বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে বিরাজমান, তাই বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার অন্তর্গত দ্বারকা নদীর পূর্ব পাড়ে অতীতের চন্ডীপুর আজ তারাপীঠে পরিনত হয়েছে। তবে আগেকার শিমূল গাছ আজ আর নেই। নেই খরস্রোতা দ্বারকা নদীটিও। বর্তমানে মহাশ্মশানের ভয়াবহতাও অনেকটাই কমে গিয়েছে। তবে প্রাচীন কালের মতো আজও দেবীর মাহাত্ম্য অমলিন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মুনি-ঋষি-ব্রাহ্মণের আধিপত্য

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তৃতীয় পর্ব)

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যে আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব চলেছিল, তা রক্তপাত ও বিচ্ছেদেই শেষ হয়েছে।

বিশ্বামিত্র কোনো একদিন এক অক্ষৌহিণী সেনা (১০৯৩৫০ পদাতিক, ৬৫৬১০ ঘোড়া, ২১৮৭০ হাতি এবং ২১৮৭০ রথ) ও পুত্রদেরকে সঙ্গে নিয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হলে বশিষ্ঠ মুনি কামধেনু নন্দিনীর। (আর-এক নাম সবলা) সাহায্যে উপস্থিত সকলকে পূর্ণ তৃপ্তিসহকারে ভোজন করান। একটি সাধারণ আশ্রমে এত বিপুলসংখ্যক লোকের খাদ্য সরবরাহের বিষয়ে বিশ্বামিত্র আগ্রহী হয়ে কামধেনুর অবিশ্বাস্য গুণাবলি জেনে বশিষ্ঠের কাছে তা প্রার্থনা করেন। বশিষ্ঠ জানান যে, নন্দিনী হচ্ছে ইন্দ্রের কামধেনুর কন্যা, এর সাহায্যে যখন যা চাওয়া হয় তাই-ই পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্র সবলাকে নিতে চাইলে বশিষ্ঠ কামধেনুকে দান করতে অস্বীকার করেন এবং উভয়ের মধ্যে তুমূল বাদানুবাদ ও তীব্র বিবাদের সৃষ্টি হয়। বিশ্বামিত্র তাঁর সুদক্ষ সৈনিকদের সহায়তায় বলপূর্বক কামধেনুকে কেড়ে নিতে উদ্যত হলে ঋষিবর সবলার সাহায্যে অসংখ্য সৈন্য সৃষ্টি করে রাজার সমস্ত সৈন্যদল ধ্বংস করে ফেলেন। এছাড়াও অন্যান্য রাজপুত্র বশিষ্ঠকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এলে। মহর্ষি ব্রহ্মতেজে বিশ্বামিত্রের শতপুত্রকে দগ্ধ করে মেরে ফেলেন। বিশ্বামিত্র এরূপে সৈন্যবিহীন অবস্থায় ও শতপুত্রশোকে কাতর হয়ে নিজ রাজধানীতে ফিরে এসে অবশিষ্ট এক পুত্রের কাঁধে রাজ্যের শাসনভার প্রদান করে বনে চলে যান এবং শিবের কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। শিব বিশ্বামিত্রের তপস্যায় অতি সন্তুষ্ট হয়ে বর প্রদানে উপস্থিত হলে বিশ্বামিত্র তার কাছে মন্ত্রসহ সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্বেদ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নেন। পয়ে তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে পুনরায় গিয়ে পোবন নষ্ট করে ফেলেন এবং পরে ঋষিবরের উপর পুনরায় অস্ত্রবর্ষণ করেন। কিন্তু বশিষ্ঠ ব্রহ্মদণ্ড হাতে নিয়ে বিশ্বামিত্রের সমস্ত অস্ত্রের মোকাবিলা করেন। এরূপে হতমান ও হতদর্প হয়ে বিশ্বামিত্র অস্ত্রবলের চেয়ে ব্রহ্মবলের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেন এবং নিজে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। সেজন্য তিনি পত্নীসহ দক্ষিণে গমন করে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। এ সময়ে তাঁর আরও তিন পুত্রের জন্ম হয়। অনেক অনেক বছর পরে ব্রহ্মা স্বয়ং উপস্থিত হয়ে বিশ্বামিত্রকে রাজর্ষিত্ব প্রদান করেন। দীর্ঘকাল পরে ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে মহর্ষিত্ব প্রদান করেন। কিন্তু ব্রহ্মা তাকে বললেন, "তোমার সিদ্ধিলাভের বহু বিলম্ব আছে, কারণ তুমি এখনও ইন্দ্রিয় জয় করতে পারনি।" এ কথা শুনে মহর্ষি পুনরায় চূড়ান্ত তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন। এ সময়ে বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করার লক্ষ্যে দেবরাজের আদেশে স্বর্গবেশ্যা রম্ভা সমাগতা হলে মহর্ষি তাকে শাপ প্রদানে দীর্ঘকালের নিমিত্ত পাষাণে পরিণত করেন। উপরন্তু ক্রোধের কারণে তপস্যার ফল নষ্ট হয়েছিল।

অতঃপর বিশ্বামিত্র পূর্বদিকে গিয়ে পুনরায় তপস্যা করতে লাগলেন। এর অনেক বছর পরে ব্রহ্মা তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হন এবং তাঁকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণে কনভার্ট হলেন। বিশ্বামিত্র ব□হ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হয়ে দীর্ঘ পরমায়ু, চতুর্বেধ এবং ওঙ্কার লাভ করে মনোরথসিদ্ধি হওয়ায় আনন্দসাগরে ডুবে র ই লে ন । এ ই স ম য় ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে গমন করার অভিলাষে বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হন। কিন্তু বশিষ্ঠ ও তাঁর পুত্ররা তাঁকে সাহায্য করতে অসম্মত হন। এর ফলে রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিস্তারিত জানান। বিশ্বামিত্র নিজ পুণবলে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন বটে, কিন্তু কোনো লাভ হয় না। কারণ ইন্দ্রাদি দেবগণ ক্রুদ্ধ হয়ে ত্রিশঙ্কুকে নতমস্তকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে ফেরত পাঠিয়ে দেন। ত্রিশঙ্কুর এহেন পতনে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে স্বীয় তপোবলে তাঁকে শূন্যে স্থাপন করে দ্বিতীয় স্বর্গ সৃষ্টি করতে আ র ম্ভ ক রে দি লে ন। বিশ্বামিত্রের এই কাজে দেবতারা আধিপত্য খোয়ানোর ভয়ে বিপন্ন হয়ে পড়ার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে। পড়েন এবং যথারীতি তারা থরহরিকম্পে বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হন। অবশেষে এক ড্রিল হয়ুআকাশে জ্যোতিশ্চক্রের বহির্দেশে অধঃশিরা ত্রিশঙ্কু দেবতুল্যরূপে অবস্থান করবেন এবং নক্ষত্রগণ তাঁর অনুসরণ করবে।

ব্রহ্মার ঋষিত্ব প্রদানে সন্তুষ্ট না-হয়ে বিশ্বামিত্র আরও উগ্রতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন। দেবতারা ভয় পেয়ে মহাসুন্দরী স্বর্গবেশ্যা মেনকাকে লেলিয়ে দিলেন বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভাঙতে। মুনি-ঋষি হলেও তাঁরা যে সর্বদাই কাম দ্বারা বশীভূত, সে-কথা তথাকথিত দেবতারাও জানতেন। যাই হোক, বিশ্বামিত্র যখন তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন, তখন মেনকা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পুষ্করতীর্থে স্নান করতে থাকলেন। বিশ্বামিত্র তাঁর রূপে কামজ্বরে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং টানা ১০ বছর সহবাস করেন। এই সহবাসের ফলে মেনকা গর্ভবতী হয়ে পড়েন। মেনকার গর্ভের সেই সন্তানই শকুন্তলা। এই কন্যাসন্তান শকুন্তলাকে জঙ্গলে পরিত্যক্ত করে মেনকা স্বর্গে ফিরে যান, আর বিশ্বামিত্র ওই স্থান ত্যাগ করে উত্তরদিকে হিমালয়ের কৌশকী নদীর তীরে আবার তপস্যায় বসেন এবং অবশেষে ব্রহ্মার বরে মহর্ষিত্ব প্রাপ্ত হন।

মার্কণ্ডেয় ও অন্যান্য পুরাণে আছে-হরিশ্চন্দ্রকে কেন্দ্র করেও একবার বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের উপর ক্ষুব্ধ হন। ফলে পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ দেন এবং সেই অভিশাপের ফলে দুজনেই পক্ষীতে পরিণত হয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অতঃপর ব্রার মধ্যস্থতায় এঁদের বিরোধের অবসান ঘটে। ব্রাহ্মণকুলের প্রাণভোমরা "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহিধিয়ো যো নঃ প্রচোদ্দয়াৎ।" (বাংলা তর্জমা : আমরা সেই পরম সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করছিযিনি যুদ্ধের শক্তিদায়ক, যিনি সমস্ত জ্ঞানের উৎসস্থল, যিনি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকাস্বরূপ। তিনি যেন আমাদেরকে প্রভূত বিচার বুদ্ধি শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেন।)-এই প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রটির রচয়িতা ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র।

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞনাশের জন্য রাক্ষসজাতিরা সর্বদা সচেষ্ট ছিল। রাক্ষসদের অত্যাচারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অযোধ্যায় এসে রাজা দশরথের সঙ্গে দেখা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

২ পাতার পর

ডাম্পারের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক জনের

পর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি চালক। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গার্ডওয়ালে ধাক্কা মেরে ছাই বোঝাই ডাম্পারটি পড়ে যায় জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে। ছাইয়ে ঢেকে গোটা সার্ভিস রোড। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ডাম্পার চালকের। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত চালকের নাম তাপস বাউড়ি। আসানসোলের কুনুস্তরিয়া এলাকার বাসিন্দা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্ডাল থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়।

২ পাতার পর

চতুর্থ বা নির্বাচনের পর বিজেপি এগিয়ে বলে জনগণ আত্মবিশ্বাস

১৬) বর্ধমান পূর্ব, ১৭) বর্ধমান দুর্গাপুর, ১৮) আসানসোল।

এবার আসা যাক হিসেবের কথায়। ভোটের মাঝখানে কোনওভাবেই সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা যায় না। তাই পয়লা জুনের আগে কোনওভাবেই বলা যাবে না সম্ভাব্য ফল। কিন্তু প্রতিটি দলই তাদের মত করে হিসেব করে চলেছে। তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের হিসেব হল, প্রথম চার দফায় ১৮টি-মধ্যে তাদের অন্তত ১৪টি-তে জয় নিশ্চিত, ২টি-তে লড়াই হাড্ডাহাড্ডি। উত্তর বঙ্গে এবার জোড়া ফুল ফুটতে চলেছে বলে তৃণমূল সমর্থকদের দাবি। বহরমপুরে অধীর চৌধুরীর হার, বালুরঘাটে সুকান্ত মজমুদারের হার, বর্ধমান দুর্গাপুরে দিলীপ ঘোষের হার নিয়ে তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে দাবিটা সবচেয়ে জোরালো হচ্ছে। জোড়া ফুল শিবির, এবার উত্তর বঙ্গে বুথভিত্তিক সংগঠনের কাজে খুশি।বিজেপি-র হিসেব আবার উল্টো। পদ্ম শিবিরের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-রা বংলায় প্রচারে আসার পর তাদের পালা হাওয়া লেগেছে। আর তাই গতবারের মত পাহাড় সহ উত্তর বঙ্গের সব আসনে পদ্ম ফুটছে। সেই সঙ্গে কৃষ্ণনগরে মহুয়া মৈত্র-র হার, আসানসোলে শত্রুঘ্ন সিনহা-র হার নিয়ে বিজেপি শিবির নিশ্চিত। বিজেপি-র হিসেবে প্রথম তিন দফায় তাদের ঘরে অন্তত ১১-১২টি আসন জুটেছে। আগামী তিন দফায় গতবারের জেতা আসনগুলির পাশাপশি অপ্রত্যাশিতভাবে আরও বেশ কিছু কেন্দ্রে পদ্ম ফুটছে। এই আশায় বুক বাঁধছেন রাজ্যের মোদী ভক্তরা।এদিকে, কংগ্রেস শিবির নিশ্চিত, বহরমপুরে এবারও অধীর ম্যাজিক চলবে। পাশাপাশি মালদার দুটি আসনে এবার জয় আসবে বলে দাবি কংগ্রেস কর্মীদের। রায়গঞ্জে ভিক্টরের অঘটন নিয়ে আশাবাদী হাত শিবির। সিপিএম সমর্থকরা বলছেন, মুর্শিদাবাদে মহম্মদ সেলিম বাজিমাত করে ফেলেছেন। পাশাপাশি উত্তর বঙ্গের দুটি আসনে অন্তত দ্বিতীয় স্থানে থাকা নিয়েও আশার কথা শোনা যাচ্ছে বাম শিবিরের দাবি।

সিনেমার খবর

cinema TV

শাহরুখের আগে 'মান্নাত' কেনার প্রস্তাব পেয়েও কেন ফিরিয়ে দেন সালমান?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : মুম্বাইয়ের অন্যতম দর্শনীয় স্থান বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খানের শখের বাড়ি 'মান্নাত'। এ বাড়ি নিয়ে মানুষের আগ্রহ অনেক। শাহরুখ বাড়িটি কিনেছিলেন ২০০১ সালে। তখন তার নাম ছিল 'ভিলা ভিয়েনা'। তার আগে বাড়িটি কেনার প্রস্তাব পেয়েছিলেন সালমান খান। কিন্তু তিনি প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন?

এক সাক্ষাৎকারে সালমান জানান, সেই সময় সাফল্য পেতে শুরু করেছিলেন তিনি। মান্নাত কেনার প্রস্তাব পাওয়ার কথা বাবা সেলিম খানকে জানিয়ে তার পরামর্শ চেয়েছিলেন। ছেলেকে সেলিম খান বলেন, 'এত বড় বাড়ি নিয়ে করবে কী?'

বাবার এই কথাতেই আর 'ভিলা ভিয়েনা' কেনার আগ্রহ দেখাননি বলিউড ভাইজান। তার বদলে বাড়িটি কিনেন শাহরুখ। ২০০৫ সালে বাড়ির নাম 'মান্নাত' রাখেন তিনি। সালমান জানান, বাবার করা সেই প্রশ্ন তিনি শাহরুখকে করতে চান। জানতে চান, 'এত বড় বাড়িতে কী করেন শাহরুখ?'

শাহরুখের সাধের 'মান্নাত'র এখন বাজারমূল্য ২০০ কোটি টাকার বেশি। অবশ্য মন্নত তার বিপুল সম্পত্তির একটি অংশ মাত্র। লন্ডনেও শাহরুখের একটি বিলাসবহুল বাড়ি রয়েছে। যার মূল্য ১৭২ কোটি টাকা। বলিউডের রোম্যান্স কিংয়ের দুবাইয়ের প্রাইভেট আইল্যান্ডে একটি বাড়ি রয়েছে। তার আনুমানিক মূল্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা। এছাড়া বুগাত্তি ভেরন, রোলস রয়েস, বেন্টলির মতো গাড়ির মালিক বলিউডের এই বাদশা।

সত্যিই কি অনন্যার পর সারার প্রেমে মজলেন আদিত্য?

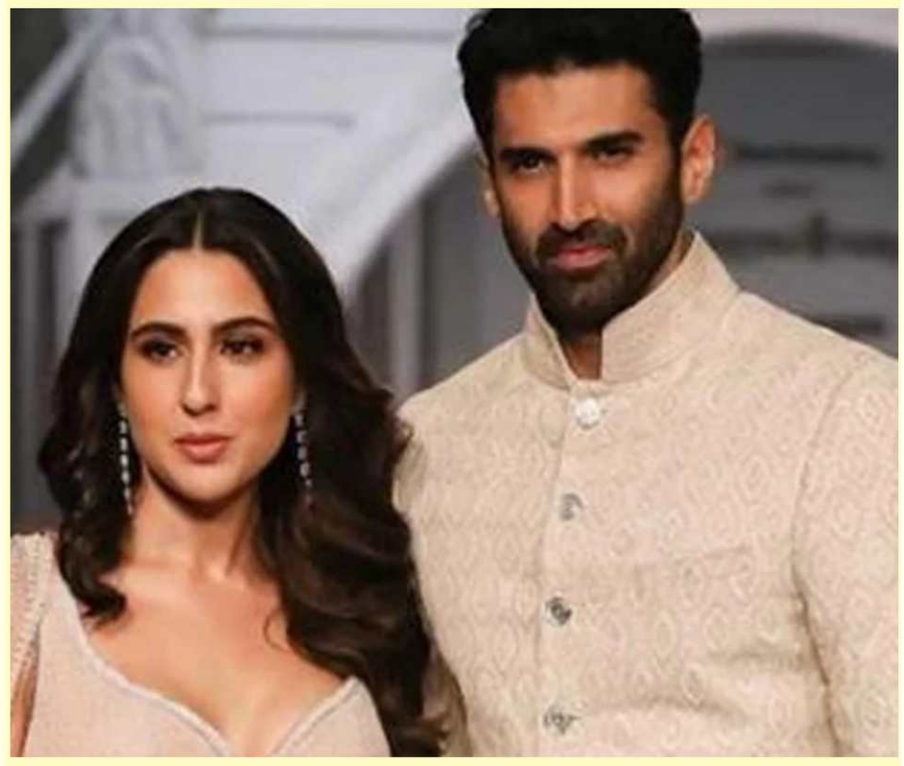

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অনন্যা পাণ্ডের সঙ্গে দীর্ঘ দুই বছরের সম্পর্কে ইতি টেনেছেন আদিত্য রায় কাপুর। পুরনো সম্পর্ক ভাঙতে না ভাঙতেই এবার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন আদিত্য। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে একটি ছবি ছড়িয়ে পড়েছে অভিনেতার। সেই ছবিতে সারা আলি খানের সঙ্গে পার্টি করতে দেখা যাচ্ছে তাকে। অনুরাগ বসুর সিনেমা 'মেট্রো ইন দিনো'-তে জুটি বেঁধেছেন আদিত্য ও সারা। সেখান থেকেই সারার থেকে ঘনিষ্ঠতা তৈরি আর অনন্যার সঙ্গে বিচ্ছেদ?

তবে নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ছবিতে সারা ও আদিত্য ছাড়াও রয়েছেন পরিচালক অনুরাগ বসু। 'মেট্রো ইন দিনো' সিনেমার সেটেই অনুরাগ বসুর জন্মদিন উদযাপন হচ্ছিল। সেখানেই তোলা হয়েছে এই ছবি। ছবিতে স্পষ্ট, সারা ও আদিত্য দু'জনই সুসময় কাটাচ্ছেন বোঝা যায়। এর আগে এক ফ্যাশন শো-তেও একসঙ্গে হেঁটেছিলেন আদিত্য-সারা। তাদের রসায়ন পছন্দ হয়েছিল অনেকেরই। বাস্তবে কী এবার সারার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে? সময়ই তার উত্তর দিতে পারবে।

'মেট্রো ইন দিনো' সিনেমায় সারা ও আদিত্য ছাড়াও রয়েছেন অনুপম খের, নীনা গুপ্তা, পঙ্কজ ত্রিপাঠী, কঙ্কণা সেনশর্মা, আলি ফয়জল, ফাতিমা সানা শেখ। বর্তমানে সম্পর্কের নানা রকমের সমীকরণ নিয়ে তৈরি এই সিনেমা। অনুরাগ সিনেমা সম্পর্কে বলেছিলেন, মানুষের জন্য মানুষের গল্প নিয়ে তৈরি 'মেট্রো ইন দিনো'।

অন্যদিকে, অনন্যার সঙ্গে সম্পর্কের ইতি নিয়ে এখনও কোনও মন্তব্য করেননি আদিত্য। দুজনেরই এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, প্রায় এক মাস আগে সম্পর্ক ভেঙেছে তাদের। দু'জনের মধ্যে সব ভালোই চলছিল। তাই সম্পর্ক ভাঙায় অনেকেই অবাক। তবে বিচ্ছেদ হলেও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখছেন তারা।

ক্যান্সার শনাক্তের পর কেন চিকিৎসকদের উপর রেগে গিয়েছিলেন সোনালি?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ক্যান্সার জয় করেছেন বলিউড অভিনেত্রী সোনালি বেন্দ্রে। ফিরেছেন অভিনয় জগতেও। ছয় বছর আগে নিজেই জানান, ক্যান্সারে আক্রান্ত তিনি। তারপর গোটা সফরের অভিজ্ঞতা ধাপে ধাপে অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করেছেন অভিনেত্রী। সোনালির ক্যান্সার অভিজ্ঞতা বহু মানুষকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

সম্প্রতি এক সক্ষাৎকারে ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই ও এই ব্যাধি কীভাবে তার জীবন বদলে দিয়েছে, তা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন সোনালি। অভিনেত্রী বলেন, "একটি রিয়্যালিটি শো-এর শুটিংয়ের সময়ে আমার ক্যান্সার ধরা পড়ে। সত্যিই বড় চমক ছিল। নিজেকেই প্রশ্ন করছিলাম, আমার কীভাবে ক্যান্সার হতে পারে? প্রথমে ভেবেছিলাম, তেমন গুরুতর নয়। কিন্তু চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরে, কিছু পরীক্ষার পরে বুঝতে পারি, কত কঠিন রোগ। আমার স্বামী ও চিকিৎসক, দু'জনই রিপোর্ট দেখে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন।"

অভিনেত্রীর কথায়, "রিপোর্টের মাধ্যমে বোঝা যায়, ক্যান্সার কতটা ছড়িয়েছে। রিপোর্টে দেখা যায়, ক্যান্সার আমার গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে।"

ক্যান্সার ধরা পড়ার বিষয়টি ভোলার জন্য প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়তেন তিনি। ভাবতেন, ধীরে ধীরে সবটাই ঠিক হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হওয়ার ছিল না। অন্যদিকে, সোনালির স্বামী খুবই তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। বিদেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছিলেন। কিন্তু সোনালি জানিয়েছেন, তিনি এই সময়ে খুব ভেঙে পড়েছিলেন।

সোনালি বলেন, "চিকিৎসার সময়ে আমি চিকিৎসকদের উপরেও রেগে যেতাম। তারা বলতেন, আমার বেঁচে থাকার মাত্র ৩০ শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে। এটা কীভাবে চিকিৎসকেরা বলতে পারেন? আমি বারবার এটাই জিজ্ঞাসা করতাম।" কিন্তু এই কঠিন লড়াইয়ে জয়ী হয়েছেন অভিনেত্রী।

বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন সোনাক্ষী, পাত্র নিয়ে রহস্য!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সদ্যই মুক্তি পেয়েছে সোনাক্ষী সিনহা অভিনীত সিরিজ 'হীরামান্ডি।' সঞ্জয় লীলা বানসালি পরিচালিত সিরিজটিতে সোনাক্ষীর অভিনয় বেশ প্রশংসাও পাচ্ছে। এরইমধ্যে শোনা যাচ্ছে, বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চান অভিনেত্রী।

বেশ কয়েক বছর ধরেই প্রেম, সম্পর্ক, বিয়ে নিয়ে খুব একটা মুখ খুলতে দেখা যায়নি সোনাক্ষী সিনহাকে। যখনই এসব প্রশ্ন উঠেছে, তখনই পুরো বিষয়টা এড়িয়ে গিয়েছেন। তবে বলিউডের বাতাসে উড়ছিল সোনাক্ষী ও জাহির ইকবালের প্রেমের খবর। গত বছর সালমান খানের পার্টিতেও একসঙ্গে হাজির হয়েছিলেন সোনাক্ষী ও জাহির।

এরপর থেকেই আলোচনায় দু'জনের প্রেম। তবে দু'জন প্রেমের বিষয়ে সরাসরি কিছু না বললেও নিজেদের প্রেম চালিয়ে যাচ্ছেন তা বলাই বাহুল্য। তবে কি জাহিরকেই বিয়ে করতে যাচ্ছেন সোনাক্ষী?

সম্প্রতি কপিল শর্মার শো'তে এসেছিলেন সোনাক্ষী। সেখানে কপিল হঠাৎ সোনাক্ষীকে বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করে বসেন। সোনাক্ষী তখন উত্তর দেন, 'কাটা গায়ে নুনের ছিঁটা! আমি কিন্তু বিয়ে করতে একেবারে তৈরি।'

তবে খুব চালাকি করে জাহিরের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন অভিনেত্রী।

রিয়ালের পথে

আর্জেন্টাইন ফিল ফোডেন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লাতিন আমেরিকান ফুটবল প্রতিভার প্রতি রিয়াল মাদ্রিদ সবসময় বিশেষ নজর রাখে। ব্রাজিলের ভিনিসিয়াস জুনিয়র-রদ্রিগো গোয়েস-এনড্রিক এর বড় উদাহরণ। ব্লাঙ্কোস শিবিরে আছেন উরুগুয়ের মিডফিল্ডার ফেদে ভালভার্দে। তাদের জহুরির চোখ দিয়ে খুঁজে এনেছে দলটি। এবার লাতিনের ১৬ বছর বয়সী অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুনোয় চোখ রিয়াল মাদ্রিদের। বাঁ-পায়ের এই ফুটবলারকে ইংলিশ মিডফিল্ডার ফিল ফোডেনের সঙ্গে তুলনা করে আর্জেন্টাইন ফোডেন নামে ডাকা হচ্ছে। চলতি মৌসুমে আর্জেন্টাইন ক্লাব রিভার প্লেটে অভিষেক হয়েছে তার। দেশটির লিগে সবচেয়ে কম বয়সে গোল করার রেকর্ড গড়েছে সে। বল নিয়ে তার অসাধারণ ড্রিবলিং, তার নিয়ন্ত্রণ, সামনে এগিয়ে যাওয়ার দক্ষতা নজর কেড়েছে অনেকের।

১৬ বছরের আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার মাস্তানতুনো। ছবি: ফাইল বুয়েন্স এইরেসের ৩০০ কিলোমিটার দূরে জন্ম নেওয়া মাস্তানতুনো শৈশবে ফুটবল ও টেনিস দুই-ই খেলত। মাত্র ১০ বছর বয়সে রিভার প্লেট তাকে ক্লাবে ভর্তি করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু বাবা-মায়ের টেনিস পছন্দ হওয়ায় সে প্রস্তাব নাকোচ করে দেয়। কিন্তু ২০১৯ সালে আর রিভার প্লেটকে না বলতে পারেনি এই তরুণ মিডফিল্ডার। ততদিনে ফুটবলে পূর্ণ প্রেম খুঁজে পেয়েছে মাস্তানতুনো। কিন্তু করোনার কারণে তার ফুটবল শিক্ষা ও অগ্রগতি বিঘ্ন হয়। পরবর্তীতে আর্জেন্টিনায় ফুটবল ফিরলে একাডেমির পাশাপাশি দেশটির বিভিন্ন বয়সভিত্তিক পর্যায়ে খেলেছে সে। আর্জেন্টিনার অনূর্ধ্ব-১৫'র পাশাপাশি ১৭ পর্যয়েও সবার চেয়ে বেশি গোল করে আলোচনায় আসে। গত বছরের আগস্টে সে রিভার প্লেটের সঙ্গে পেশাদার চুক্তি করে। তার রিলিজ ক্লজ ৪৫ মিলিয়ন ইউরো।

যে কারণে নেইমারকে ছাড়াই কোপায় যাচ্ছে ব্রাজিল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চোটের সঙ্গে লড়াই শেষে সদ্যই ব্রাজিল থেকে সৌদি আরবে ফিরেছেন নেইমার জুনিয়র। হালকা অনুশীলন শুরু করলেও এখনই সৌদি প্রো লিগে আল হিলালের হয়ে মাঠে নামা হচ্ছে না তার। এরমধ্যেই ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ড আরও একটি দুঃসংবাদ পেলেন। তাকে ছাড়াই কোপা আমেরিকায় খেলতে যাচ্ছে ব্রাজিল।

কোপা আমেরিকার এবারের আসর শুরু হতে বাকি আর মাস দেড়েক। যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া লাতিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্বের এই লড়াইয়ের জন্য সবার আগে স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ব্রাজিল। কোচ দরিভাল জুনিয়র এই দলে বড় চমক দিয়েছেন। নিয়মিত সবাই স্কোয়াডে থাকলেও ২৩ জনের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মিডফিল্ডার ক্যাসেমিরো এবং টটেনহামের স্ট্রাইকার রিচার্লিসন। এছাড়া দরিভালের জায়গা হয়নি সৌদির আল-হিলালের হয়ে খেলা নেইমার জুনিয়রের। তাকে ছাড়াই কোপা আমেরিকায় খেলতে যাচ্ছে ব্রাজিল। তবে দীর্ঘদিন পর চোট থেকে সেরে উঠা অ্যালিসন বেকারকে রেখেছেন কোচ দরিভাল। তরুণ সেনসেশন এন্ড্রিকও দলে জায়গা করে নিয়েছেন।

২০ জুন যুক্তরাষ্ট্রে বসবে কোপা আমেরিকার এবারের আসর। ২৫ জুন কোস্টারিকার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ব্রাজিলের কোপা মিশন শুরু হবে। যেখানে গ্রুপ পর্বে ৩টি ম্যাচ খেলবে সেলেসাওরা। গ্রুপ ডি-তে তাদের সঙ্গী কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে ও কোস্টারিকা। কোপার আগে ৯ ও ১৩ জুন যথাক্রমে মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

ব্রাজিলের স্কোয়াড

গোলরক্ষক: আলিসন, বেন্তো, এডারসন

ডিফেন্ডার: দানিলো, ইয়ান কুতো, গুইলহের্মো আরানা, ওয়েন্দেল, বেরালদো, এডার মিলিতাও, গাব্রিয়েল, মার্কুইনহোস

মিডফিল্ডার: আন্দ্রেস পেরেরা, ব্রুনো গুইমারেস, দগলাস লুইস, হুয়াও গোমেজ, লুকাস পাকুয়েতা

ফরোয়ার্ড: এন্ড্রিক, এভানিলসন, গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি, রাফিনহা, রদ্রিগো, সাভিনহো, ভিনিসিয়াস জুনিয়র।

বিশ্বকাপ দলে সুযোগ না পাওয়ার

হতাশায় অবসরে মুনরো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের বাঁহাতি ওপেনার কলিন মুনরো। জুনে হতে চলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে জায়গা না পাওয়ায় এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৩৭ বর্ষী তারকা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে হতে চলা বিশ্বকাপের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রেখেছিলেন সবশেষ ২০২০ সালে কিউইদের হয়ে খেলা মুনরো। দলটির প্রধান কোচ গ্যারি স্টেড নিশ্চিত করেছেন, বিশ্বকাপের দল ঘোষণার আগে মুনরো আলোচনা করেছিলেন। তবে দলে তার জায়গা হয়নি।

অবসর নিয়ে মুনরো বলেন, 'ব্ল্যাক ক্যাপসের হয়ে খেলা সবসময়ই আমার ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বড় অর্জন। আমি সেই জার্সিটি পরার চেয়ে অন্য কোনো কিছুতে বেশি গর্বিত বোধ করিনি। এটি সত্য যে, আমি সব ফরম্যাটে ১২৩ বার এটি করতে পেরেছি। তা নিয়ে আমি সর্বদা অবিশ্বাস্যভাবে গর্বিত হবো।'

মুনরো আরও বলেন, 'যদিও বেশকিছু দিন হল সবশেষ দলের হয়ে খেলেছি, কিন্তু নিউজিল্যান্ডের হয়ে আবারও মাঠে নামব সেই আশা কখনও ছাড়িনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণার পর এই অধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করার সঠিক সময় মনে হয়েছে।'

কলিন মুনরো নিউজিল্যান্ডের হয়ে একটি টেস্ট, ৫৭টি ওয়ানডে এবং ৬৫টি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। ছোট সংস্করণে তার তিনটি সেঞ্চুরি রয়েছে, যার মধ্যে ২০১৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৪৭ বলের সেঞ্চুরি নিউজিল্যান্ডের ওই সময়ের রেকর্ড ছিল। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১৪ বলে ফিফটি রয়েছে, যা ব্ল্যাককাপসদের রেকর্ড এবং টি-টুয়েন্টির চতুর্থ দ্রুততম।

এক চমক রেখে

শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ দল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টি-২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেছে লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড। এখনও আন্তর্জাতিক টি-২০ খেলেননি এমন একজন দলে ডাক পেয়েছেন। তিনি হলেন দুনিথ ভেল্লালাগে। ওয়ানডে ও টেস্টে বাঁ-হাতি এই স্পিনার বেশ ভালো করেছেন। তারই পুরস্কার পেলেন তিনি। বিশ্বকাপ দলে আছেন স্লিঙ্গা পেসার নুয়ান থুসারা। এছাড়া ইনজুরিতে থাকলেও বেবি মালিঙ্গা মাথিসা পাথিরানাকে দলে রাখা হয়েছে। তবে ব্যাটার কুশল পেরেরা, আভিস্কা ফার্নান্দো ও পেসার বিনোরা ফার্নান্দো বাদ পড়েছেন। শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ দলের নেতৃত্ব দেবেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। তিনি গোড়ালির ইনজুরির কারণে আইপিএলে খেলতে পারছেন না। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার হয়ে প্রস্তুতি ম্যাচের ফিরলেও বোলিং করেননি। শ্রীলঙ্কার পেস আক্রমণ লম্বা সময় ইনজুরি জর্জরিত ছিল। তবে বিশ্বকাপের জন্য সেরা পেসারদের নিয়েই দল দিয়েছে লঙ্কান বোর্ড। গতিময় বাঁ-হাতি পেসার দিলশান মাদুশাঙ্কা আছেন দলে। লম্বা সময় পর ফিরেছেন দুশমন্ত চামিরা শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ দল: ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, চারিথা আশালঙ্কা, কুশল মেন্ডিস, পাথুন নিশাঙ্কা, কামিন্দু মেন্ডিস, সাদিরা সামারাবিক্রমা, অ্যাঞ্জেল ম্যাথুস, দাশুন শানাকা, ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা, মহেশ থিকসানা, দুনিথ ভেলাল্লাগে, দুশমন্ত চামিরা, মাথিসা পাথিরানা, নুয়ান থুসারা, দিলশান মাদুশাঙ্কা।

পিএসজি ছাড়ার

ঘোষণা দিলেন এমবাপ্পে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পিএসজি ছাড়ছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে- এটা অনেকটা নিশ্চিতই ছিল। আনুষ্ঠানিক ঘোষণাই বাকি ছিল কেবল। সেটাও শনিবার দিয়ে দিয়েছেন ফরাসি তারকা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করা এক ভিডিওতে এমবাপ্পে নিশ্চিত করেছেন, এটিই পিএসজির হয়ে তার শেষ মৌসুম। রবিবার তুলুজের বিপক্ষে ম্যাচটিই হবে পিএসজির জার্সিতে লিগ ওয়ানে তার শেষ ম্যাচ।

এক্সে পোস্ট করা নিজের ভিডিওতে এমবাপ্পে বলেছেন, 'আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই, পিএসজির হয়ে এটিই ছিল আমার শেষ মৌসুম। আমি আর মেয়াদ বাড়াচ্ছি না, এই যাত্রা আগামী কয়েক সপ্তাহেই শেষ হতে যাচ্ছে। রবিবার পার্ক দে প্রিন্সেসে আমার শেষ ম্যাচ খেলব।'

পিএসজি ছেড়ে কোন ক্লাবে যোগ দিচ্ছেন তা অবশ্য এখনও খোলাসা করেননি মাত্র ১৯ বছর বয়সে দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জেতা এ ফরাসি ফুটবল তারকা। তবে তার পরবর্তী গন্তব্য যে ফ্রান্সের বাইরে, সেটার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। দেশের বাইরে নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য মুখিয়ে আছেন এমবাপ্পে, 'কখনো ভাবিনি লিগ ওয়ান, নিজের দেশ ফ্রান্স ছাড়ার ঘোষণা দেওয়াটা এতো কঠিন হবে। কিন্তু আমার মনে হয় সাত বছর পর নতুন চ্যালেঞ্জ নেওয়াটা আমার জন্য দরকার ছিল।'

তবে জোর গুঞ্জন, মৌসুম শেষে স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে পারেন এই ফ্রেঞ্চ ফরোয়ার্ড। শৈশব থেকে ক্লাবটি তার মনে আলাদা জায়গা করে আছে, এমন কথা হরহামেশাই শোনা গেছে এমবাপ্পের কণ্ঠে।

রোহিতদের হেড কোচ চেয়ে

বিজ্ঞপ্তি দেবে ভারত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দ্রুতই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) জাতীয় দলের হেড কোচ চেয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেবে। মুম্বাইয়ে বিসিসিআই-এর সেক্রেটারি জয় শাহ জানিয়েছেন একথা। রোহিত-বিরাট কোহলিদের হেড কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন রাহুল দ্রাবিড়। টি-২০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত বোর্ডের সঙ্গে তার চুক্তি আছে। এরপর নতুন করে কোচ চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে। রাহুল দায়িত্ব চালিয়ে যেতে চাইলে তাকে পুনরায় আবেদন করতে হবে। এমনটাই জানিয়েছেন জয় শাহ। বিসিসিআই সেক্রেটারি বলেছেন, 'রাহুলের মেয়াদ জুন পর্যন্ত। পুনরায় দায়িত্ব পেতে চাইলে তাকে আবেদন করতে হবে। নতুন করে যিনি দায়িত্ব পাবেন তার সঙ্গে আলাপ করে ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং কোচের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

ভারতকে সর্বশেষ বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন বিদেশি কোচ। এরপর রোহিত-কোহলিদের দায়িত্বে এসেছেন অনিল কুম্বলে, রবি শাস্ত্রী ও রাহুল দ্রাবিড়। এবারও কি দেশি কেউ দায়িত্ব পাবেন নাকি বিদেশি কাউকে আনা হবে এমন প্রশ্ন উঠেছে। জবাবে জয় শাহ বলেন, 'দেশি কোচই নিতে হবে বা বিদেশি কাউকে নেওয়া যাবে না এমন গো ধরে বসে নেই আমরা। কোচ কে হবেন এটা মূল্যায়ন কমিটি ঠিক করবে। তবে ইংল্যান্ড কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো ভিন্ন ভিন্ন ফরম্যাটে ভিন্ন ভিন্ন কোচ আনার সম্ভাবনা নেই।'

জামালকে ২ কোটি টাকা দিতে হবে আর্জেন্টাইন ক্লাবকে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত বছরের আগস্টে ঘটা করেই আর্জেন্টিনার ক্লাব সোল দ্য মায়োর সঙ্গে চুক্তি করেন জামাল ভূঁইয়া। কিন্তু ছয় মাস না যেতেই লিওনেল মেসির দেশের ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক। চুক্তি অনুযায়ী অর্থ না পাওয়ায় ফিফার কাছে আর্জেন্টিনা ক্লাবের বিরুদ্ধে নালিশ করেন ডেনমার্কপ্রবাসী এ ফুটবলার।

বকেয়া না পাওয়ার প্রমাণাদি বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে দাখিল করেন জামাল। এর রায় বাংলাদেশ অধিনায়কের পক্ষে এসেছে। বুধবার ফিফার ফুটবল ট্রাইব্যুনাল থেকে যে রায় এসেছে, তাতে সোল দ্য মায়োকে ১ লাখ ৬২ হাজার ৯৮০ ডলার জামালের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ কোটি ৯০ লাখ ২ হাজার ৯৮০ টাকার সমান।

চুক্তি অনুযায়ী মাসে জামাল ভূঁইয়াকে ১২ হাজার ডলার করে দেওয়ার কথা ছিল সোল দ্য মায়োর। এক বছরের জন্য চুক্তি হলেও পাওনা না পাওয়ায় সাত মাসেই এককভাবে চুক্তি ভেঙে ক্লাব ছাড়েন জামাল। তাই সাত মাসে ৫ শতাংশ লাভে জামাল পাবেন ৮৮ হাজার ২০০ ডলার। পাশাপাশি ফিফার আইন ভঙ্গ করার কারণে ক্লাবটিকে আরও ৭১ হাজার ২২০ ডলার জরিমানা করেছে ফিফা। সেখানেও ইন্টারেস্ট হিসেবে যোগ হচ্ছে ৫ শতাংশ। বিচারক ব্রাজিলিয়ান আন্দ্রে দোস সান্তোস মেগাল যে রায় দিয়েছেন, তাতে ৪৫ দিনের মধ্যে সোল দ্য মায়োকে এই অর্থ পরিশোধ করতে বলা হয়েছে। এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য ১০ দিন সময় পাচ্ছে আর্জেন্টাইন ক্লাবটি। তবে আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে আর্থিক বিষয়গুলো পরিশোধ না করলে তিন মাস স্থানীয় ও বিদেশি খেলোয়াড় নিবন্ধন করতে পারবে না সোল দ্য মায়ো।

ফিফার ট্রাইব্যুনাল থেকে এমন রায় পেয়ে খুশি জামাল। গতকাল সমকালের কাছে নিজের অনুভূতি এভাবেই প্রকাশ করেন জামাল, 'আমি সঠিক ছিলাম। তাই বিশ্বাস ছিল, রায়টি আমার পক্ষে আসবে। ফিফার রায় আমার পক্ষে আসায় অনেক ভালো লাগছে।'

'আরেকটু ঝুঁকি নেওয়া দরকার',

কোহলির টি-২০ দীক্ষা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের টি-২০ বিশ্বকাপ দলে জায়গা অনিশ্চিত ছিল বিরাট কোহলির। কারণ দেশের জার্সিতে তিনে ব্যাটিং করেন তিনি। মিডল ওভারে স্পিনের বিপক্ষে তার স্ট্রাইক রেট কম। আইপিএলের চলতি মৌসুমে শুরু থেকেই ভালো খেলছেন সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ব্যাটার। আসরের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তিনি। কিন্তু রান করছিলেন বেশ ধীরে। আইপিএলে ৯ ম্যাচ শেষে তার স্ট্রাইক রেট ছিল ১২৩.৫৮। যেখানে ট্রাভিস হেড, অভিষেক শর্মারা ২০০'র কাছাকাছি স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন। আইপিএলের ওপেনার সুনীল নারিন, ফিল সল্ট, জস বাটলার ও রোহিত শর্মারা তার চেয়ে দ্রুতগতিতে রান তুলেছেন। শেষ ৩ ম্যাচে কোহলিও দ্রুত রান তুলে স্ট্রাইক রেট ১৫২ করে ফেলেছেন। দ্রুত রান তোলার বিষয়ে কোহলি জানিয়েছেন, আগের চেয়ে একটু বেশিই ঝুঁকি নিচ্ছেন। স্পিনে স্লগ সুইপের মতো শটও খেলছেন তিনি।

এক যুগের বেশি ক্রিকেট খেলে কোহলির টি-২০ ফরম্যাটে একটু বেশি ঝুঁকি নেওয়ার বিষয়টি যেন বুড়োকালের উপলব্ধি, 'স্পিনারদের বিপক্ষে স্লগ সুইপ খেলেছি। যদিও এটা অনুশীলন করা হয়নি। তবে পূর্বে এই শট অনেক খেলেছি। আমার মনে হয়েছে, আরেকটু বেশি ঝুঁকি নেওয়া দরকার। ওই শটটা সেজন্যই খেলা। স্পিনের বিপক্ষে লেগ সাইডটা কাজে লাগানো দরকারও মনে হয়েছে।'

কোহলি এবারের আইপিএলে ১২ ম্যাচে ৬৩৮ রান করেছেন। এক ম্যাচ কম খেলা ঋতুরাজের চেয়ে যা প্রায় একশ' (৯৩ রান) বেশি। ১১ ম্যাচে ২০১ স্ট্রাইক রেটে ৫৩৩ রান করে ট্রাভিস হেড তিনে আছেন।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR